কুরআনে বর্ণিত সকল দু'আ ও তার তাফসির

সংকলনে

মো: হাসিবুর রহমান

সম্পাদনায়

শাইখ আবদুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী

এম. এম. এম. এ. ফার্স্ট ক্লাশ

মুহাদ্দিছ: মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবীয়া

লিসান্স: মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রকাশনায়

কুরআনে বর্ণিত সকল দু'আ ও তার তাফসির

গ্রন্থস্বত্ব © প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ

জুলাই, ২০২০ ঈসায়ী / আষাঢ়, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ / জ্বিলকদ, ১৪৪১ হিজরি

প্রথম সংস্করণ

অগাস্ট, ২০২০ ঈসায়ী / শ্রাবণ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ / জ্বিলহজ্জ, ১৪৪১ হিজরি

মুদ্রিত মূল্য

৩৬৫ (তিনশত পঁয়ষট্টি) টাকা

অনলাইন পরিবেশক

আলোকিত বই বিতান
Alokitoboibitan.com

পৃষ্ঠাসজ্জা ও প্রচ্ছদ

হাবিব বিন তোফাজ্জল ও আয়াতুল্লাহ নেওয়াজ

বানান সংশোধন

মাহিন আলম

আল্লাহ তা'আলা বলেন

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِيٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ

"তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিবো"।

[সূরা মু'মিন/গাফির-৪০, আয়াত: ৬০]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন

اَلدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ

"দু'আই হচ্ছে ইবাদাত"।

[আবূ দাঊদ (আলবানী একাডেমী) ১৪৭৯; তিরমিযী (হুসাইন আল-মাদানী) ২৯৬৯; ইবনু মাজাহ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ৩৮২৮]

সূচিপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা
	প্রকাশকের কথা	১০
	লেখকের কথা	১১
	বাংলায় আরবী উচ্চারণ পদ্ধতি	১৩
	দু'আর অর্থ	১৬
	দু'আর ফযীলত	১৭
	দু'আ কবুলের শর্ত	১৯
	আল্লাহ যেভাবে দু'আ করার আদব শিক্ষা দিয়েছেন	২১
	দু'আর বিভিন্ন আদব	২৭
	দু'আ কবুল হওয়ার বিশেষ কিছু সময় ও স্থান	৩২
	প্রথম অধ্যায়: আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন	
১	আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন ১ (আয়াতুল কুরসী)	৪১
২	আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন ২	৪৭
৩	আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন ৩	৪৯
৪	আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন ৪	৫০
৫	আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন ৫	৫১
৬	আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন ৬	৫৩
৭	আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন ৭	৫৪
৮	আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন ৮	৫৬
৯	আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন ৯	৫৮
১০	আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন ১০	৬০
১১	আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন ১১	৬১
১২	আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন ১২	৬২
১৩	আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন ১৩	৬৪
১৪	আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন ১৪	৬৫

১৫	আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন ১৫	৬৬
১৬	আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন ১৬	৬৮
১৭	আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন ১৭	৬৯
১৮	আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন ১৮	৭০
১৯	আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন ১৯	৭১
২০	আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন ২০	৭২
২১	আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন ২১	৭৪
২২	আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন ২২	৭৫
২৩	আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন ২৩	৭৬
২৪	আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন ২৪	৭৮
২৫	আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন ২৫	৮০
২৬	আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন ২৬	৮১
২৭	আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন ২৭	৮৪
২৮	আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন ২৮	৮৬
২৯	আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন ২৯	৮৯
৩০	আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন ৩০	৯৩
৩১	আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন ৩১	৯৪
৩২	আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন ৩২	৯৬
	দ্বিতীয় অধ্যায়: আল্লাহর শিখানো দু'আ	
১	অহংকারী ও অবিশ্বাসী ব্যক্তি হতে আশ্রয় প্রার্থনা	৯৮
২	অসহায় অবস্থায় আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা	১০০
৩	আল্লাহর অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন	১০১
৪	আল্লাহর অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা স্বীকার ও অপরাধীদের সাহায্যকারী না হওয়ার প্রতিশ্রুতি	১০২
৫	আল্লাহর উপর নির্ভর করে তাঁর প্রশংসা জ্ঞাপন	১০৪
৬	আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ও সৎলোকদের সাথে মিলিত হওয়ার দু'আ	১০৫

৭	আল্লাহর কৃত অঙ্গীকার চেয়ে কিয়ামতের দিন লাঞ্ছিত হওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা	১০৭
৮	আল্লাহর শাস্তির ভয়ে তাঁর প্রশংসা জ্ঞাপন	১১১
৯	আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা	১১৩
১০	কাজকর্ম সঠিকভাবে পরিচালনার দু'আ	১১৯
১১	কঠিন বিপদ থেকে মুক্তির দু'আ	১২১
১২	কোনো প্রতিষ্ঠান নির্মাণ বা নেক আমল কবুলের দু'আ	১২২
১৩	কাফিরদের বিরুদ্ধে বদ্দু'আ	১২৬
১৪	কাফিরদের পরীক্ষার বস্তু হতে পরিত্রাণের দু'আ	১২৭
১৫	কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা	১২৯
১৬	ক্ষমা প্রার্থনা	১৩৪
১৭	ক্ষমা ও দয়া প্রার্থনা	১৩৯
১৮	জ্ঞান বৃদ্ধির দু'আ	১৪২
১৯	জান্নাতের উত্তরাধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার প্রার্থনা	১৪৪
২০	যালিম সম্প্রদায় হতে আশ্রয়ের দু'আ	১৪৫
২১	যালিম স্বামীর অত্যাচার হতে আশ্রয় প্রার্থনা	১৫১
২২	জাহান্নামের শাস্তি হতে আশ্রয় প্রার্থনা	১৫৪
২৩	জাহিলিয়াত হতে মুক্তি প্রার্থনা	১৫৭
২৪	দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ কামনার দু'আ	১৫৯
২৫	দুনিয়া ও আখিরাতের সকল অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা	১৬৪
২৬	ধৈর্য ও মুসলিম অবস্থায় মৃত্যু প্রার্থনা	১৭০
২৭	নারীদের ছলনা থেকে বাঁচতে ইউসুফ [আলাইহিস সালাম]-এর দু'আ	১৭২
২৮	নিজেকে ও পরিবারকে পাপকর্ম থেকে রক্ষার দু'আ	১৭৩
২৯	নিজের ও ভাইয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা	১৭৫

৩০	নেককার স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি প্রার্থনা	১৭৭
৩১	ন্যায় বিচারের দু'আ	১৭৯
৩২	নৌযানে আরোহণের দু'আ	১৮৩
৩৩	নৌযান হতে অবতরণের দু'আ	১৮৬
৩৪	পরিবারকে স্বালাতী বানানোর দু'আ	১৮৮
৩৫	পিতা-মাতার জন্য দু'আ	১৯০
৩৬	পিতা-মাতা ও সকল মু'মিনদের জন্য দু'আ	১৯১
৩৭	প্রজ্ঞা ও হিকমত বৃদ্ধির দু'আ	১৯৪
৩৮	ফাসিক সম্প্রদায় হতে বিচ্ছেদের দু'আ	১৯৭
৩৯	বক্ষ প্রসস্থ ও জিহ্বার জড়তা দূর করার দু'আ	১৯৯
৪০	বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা	২০১
৪১	ভূমিকম্প বা এরকম কোনো বিপদের সময় দু'আ	২০২
৪২	ভুলভ্রান্তি ও বিপদআপদ থেকে মুক্তির দু'আ	২০৫
৪৩	মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে ফায়সালার দু'আ	২১১
৪৪	মাজলুম ব্যক্তির দু'আ	২১৪
৪৫	মু'মিন ভাইদের জন্য দু'আ	২১৫
৪৬	মু'মিনদের ক্ষমার জন্য ফেরেশতাগণের দু'আ	২১৭
৪৭	মুসলিম অবস্থায় মৃত্যু ও সৎকর্ম পরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দু'আ	২২৬
৪৮	যানবাহনে আরোহণের দু'আ	২২৮
৪৯	যে বিষয়ে জ্ঞান নেই তা চাওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা	২৩০
৫০	রোগ মুক্তির দু'আ	২৩২
৫১	রিযিক প্রার্থনা	২৩৪
৫২	শহরের নিরাপত্তা ও সন্তানদেরকে মূর্তি পূজা হতে রক্ষার দু'আ	২৩৭
৫৩	শয়তান ও তাদের উপস্থিতি হতে আশ্রয় প্রার্থনা	২৩৯
৫৪	সাক্ষ্যদানকারীদের সাথে লিপিবদ্ধ হওয়ার দু'আ	২৪১

৫৫	সন্তানহীন না থাকার দু'আ	২৪৩
৫৬	সৎ সন্তান লাভের দু'আ	২৪৪
৫৭	সন্তানদেরকে সৎকর্মপরায়ণ বানানোর দু'আ	২৪৮
৫৮	হিজরতকালে কল্যাণ ও সাহায্যকারী শক্তি প্রার্থনা	২৪৯
৫৯	হিদায়াতের উপর অটল থাকার দু'আ	২৫২
৬০	কিয়ামতের দিন মু'মিনদের নূর প্রার্থনা	২৫৫

প্রকাশকের কথা

বিসমিল্লাহ, ওয়াস স্বলাতু ওয়াস সালামু আ'লা রাসূলিল্লাহ, আম্মাবাদ, দু'আ নিয়ে অনেক রকমের বই থাকলেও এখনো পর্যন্ত কুরআনের সকল দু'আকে একত্র করে একটা বইয়ের মধ্যে এনে তারপর সেই দু'আ গুলো নবী-রাসুলগন কেন আর কোন পরিস্থিতিতে করেছিলেন সেই ঘটনাগুলো তাফসির ইবনে কাসির থেকে শুরু করে একাধিক তাফসির গ্রন্থ থেকে সাজিয়ে একই বইয়ের মধ্যে নিয়ে আসা নিঃসন্দেহে এটা উম্মাহর জন্য বড়োই উপকারী কাজ যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আলোকিত প্রকাশনীকে দয়া করে করার তাওফিক দিলেন যার শুকরিয়া আদায় করে আমরা শেষ করতে পারবো না, ফালিল্লাহিল হামদ।

বইটার প্রথম দিকে আল্লাহর প্রশংসামূলক বেশ কিছু আয়াত নিয়ে আসা হয়েছে কারণ আমরা জানি যে দু'আ কবুলের অন্যতম শর্ত হচ্ছে আল্লাহর প্রশংসা করে নেওয়া, অতঃপর কুরআনের দু'আগুলো একে একে তাফসিরসহ নিয়ে আসা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ।

আমরা আল্লাহর কাছে দু'আ করি, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা যেন বইটাকে ঘরে ঘরে পৌছে দেন, উম্মাহর জন্য উপকারী করেন, কুরআনে বর্ণিত নবী-রাসুলদের দু'আ গুলো জানার মাধ্যমে এবং সেভাবে দু'আ করার মাধ্যমে যেন আমাদের দুনিয়া এবং আখিরাতের জীবন কল্যাণময় করেন।

প্রকাশক,
আলোকিত প্রকাশনী।

লেখকের কথা

اِنَّ الْحَمْدُ للهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُّضْلِلِ اللهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

'কুরআনে বর্ণিত দু'আ ও তাফসির' বইটির লেখার কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পেরে সর্বাগ্রে আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করছি, আলহামদুলিল্লাহ। দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর, তাঁর পরিবার-পরিজন, সাহাবায়ে কেরাম [রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম] এবং তাঁর সকল অনুসারী মু'মিন নর-নারীদের উপর।

আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ, তাওফীক ও সহায়তা ছাড়া কোনো ভালো কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। আল্লাহ তা'আলা আমাকে সার্বিকভাবে সাহায্য করেছেন বলেই আমি বইটি লিখতে সক্ষম হয়েছি। আর আল্লাহ তা'আলা যাকে ভালোবাসেন তাকে দিয়েই দ্বীনের খেদমত করিয়ে নেন। তাই এই বইটি লেখার পিছনে আমার কোনো কৃতিত্ব নেই, সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার তাওফীকেই বইটি লিখতে পেরেছি। মহান আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমার এই ক্ষুদ্র খিদমাতটুকু সকল ভুলত্রুটি মার্জনা করে কবুল করেন, আমীন!!

পাঠকদের ব্যাপক চাহিদার প্রেক্ষিতে অনেকদিন আগে থেকেই দু'আর একটি বই রচনার ইচ্ছা পোষণ করছিলাম। আর বিশেষ করে শুধুমাত্র কুরআন মাজীদে বর্ণিত দু'আর বই বাজারে খুব কমই আছে। তাই এর প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হয়। পবিত্র কুরআনভিত্তিক একটি নির্ভরযোগ্য দু'আর বইয়ের জন্য সাধারণ মানুষ যেন উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে রয়েছে। তাই দু'আর বইটি প্রতিটি মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।

পাঠকদের সুবিধার্থে বইটি দু'টি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপনের কিছু দু'আ এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে নবী-রাসূল ও ঈমানদার বান্দাদেরকে শিখানো দু'আ। বইটির বিশেষ আকর্ষণ হচ্ছে, বইয়ের শুরুতেই আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপনের ৩২টি দু'আ আনা হয়েছে যা দুআ কবুলের অন্যতম একটি মাধ্যম হবে ইন-শা-আল্লাহ আর দু'আ কবুল হওয়ার অন্যতম একটি মাধ্যম হল দু'আর শুরুতে আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন। আর একটি বিশেষ আকর্ষণ হচ্ছে, প্রায় প্রতিটি দু'আতে তাফসির থেকে ব্যাখ্যা আনা হয়েছে; যেন পাঠকগণ দু'আ করার পাশাপাশি সেই দু'আর গুরুত্ব সম্পর্কে সঠিকভাবে অবগত হতে পারে এবং বিভিন্ন বালা-মুসিবতের সময় নবী-রাসূল ও ঈমানদার বান্দাগণ যেভাবে ধৈর্যধারণের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেছিলেন, সকলেই যেন তাঁদের থেকে সঠিক শিক্ষা নিতে পারি।

বইটি সম্পাদনার কাজে একান্তভাবে সহযোগিতা করেছেন, সাঊদী আরব আল-জুবাইল দা'ওয়া সেন্টারের সাবেক গবেষক ও অনুবাদক মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবিয়ার মুহাদ্দিস আবদুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী (হাফিজাহুল্লাহ)। বইটি লিখতে যারা যেভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন, যদিও সেটা ছোট্ট একটা পরামর্শ দিয়ে হোক; তাদের সকলের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। তাদের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে প্রাণখুলে দু'আ করছি আল্লাহ যেন তাদের সবাইকে উত্তম বিনিময় দান করেন, আমীন!!

বইটি প্রকাশে ভুল-ভ্রান্তি ও মুদ্রণ-ত্রুটি থাকা অসম্ভব নয়। সহৃদয় পাঠকগণ সে বিষয় অবগত করলে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের চেষ্টা করবো ইন শা আল্লাহ।

পরিশেষে বইটি পাঠে সাধারণ মুসলিমদের মধ্যে কুরআনে বর্ণিত গুরুত্বপূর্ণ দু'আর আমল পুনর্জীবিত হলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন, আমীন!!

∫∫ লেখক ∫∫
মোঃ হাসিবুর রহমান
Jhasib127@gmail.com

বাংলায় আরবী উচ্চারণ পদ্ধতি

বাংলা ভাষায় আরবী অক্ষরের হুবহু উচ্চারণ আদৌ সম্ভব নয়। তবুও যথাসম্ভব নিকটবর্তী বর্ণ দ্বারা উচ্চারণ করা না হলে তিলাওয়াত শুদ্ধ হয় না এবং বিভিন্ন অক্ষরের (হরফের) পার্থক্য বুঝতেও পারা যায় না। তাই আরবী উচ্চারণের পার্থক্য দেখানোর জন্য বাংলায় কিছু চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে পাঠকগণ অতি সহজে সঠিক উচ্চারণে পড়তে পারে। নিম্নে আরবী অক্ষরের বাংলা উচ্চারণ পদ্ধতি বর্ণনা করা হল।

আরবী হরফ	অক্ষর/ চিহ্ন	উদাহরণ
ث (ছা)	ছ	ثَبِّتْ (ছাব্বিত)
ج (জীম)	জ	مُخْرَجَ (মুখ্‌রাজা)
ح (হা)	হঁ	رَحِيمٌ (রহীঁম)/يُحْيِي (ইউহ্‌য়ী)
خ (খ/খা)	খ	خَلْفَهُمْ (খাল্‌ফাহুম)
ذ (যাল)	য	عَذَابَ (‘আযা-ব)
ر (র/রা)	র	اٰخِرَةِ (আ-খিরাতি)/رَحِيمٌ (রহীঁম)
ز (জাঁই)	জঁ	عَزِيزُ (‘আজীঁজু)
س (সিন)	স	سُبْحٰنَكَ (সুব্‌হাঁ-নাকা)
ش (শিন)	শ	شَهَادَ (শাহা-দা)
ص (সোয়াদ)	স্ব	مَصِير (মাস্বীর)
ض (দোয়াদ)	দ্ব	اَرْضَ (আর্‌দ্বা)
ط (ত্বোয়া)	ত্ব	شَطَطًا (শাত্বাত্বা)
ظ (যোয়া)	যঁ	عَظِيمِ (‘আযীঁম)/ظَلَمْنَ (যঁলাম্‌না)

ع (আইন)	‘আ, ঈ, য়ঁ	عَظِيمٍ (‘আযীঁম)/عِندَهُ (ঈন্‌দাহু)/مَفْعُولً (মাফ্‌য়ূঁলা)/يَشْفَعُ (ইয়াশ্‌ফায়ুঁ)
(গইন) غ	গ	غَفُورٌ (গাফূরুন)
(ক্বাফ) ق	ক্ব	قَدِيرٌ (ক্বাদীরুন)
(ইয়া) ي	ইয়া	يَومَ (ইয়াওমা)
(হামযা) أ و ء	’/য়	تَأْخُذُهُ (তা’খুযুহু)/يُؤْدُهُ (ইয়া’য়ূদুহু)
আইন),) ع শব্দের মাঝে সাকিন অবস্থায় থাকলে	‘	يَعْلَمُ (ইয়া‘লামু)/وَعْدُ (ওয়া‘দু)
মাদ অথবা টেনে পড়ার জন্য	-	وَمَا (ওয়ামা-)/سَمٰوٰتِ (সামা-ওয়া-তি)/آخِرُ(আ-খিরু)
‘‘	ী	عَظِيمُ (‘আযীঁম)
“	ঊ, য়ূঁ, য়ীঁ	اَعُوذُ (আঊ-যু)/مَفْعُولً (মাফ্‌য়ূঁলা)/سَمْعِيْ (সাম্‌য়ীঁ)
“	ু	غَفُورٌ (গাফূরুন)
গুন্না করে পড়ার জন্য	ং	اَنْتَ (আংতা)/كُنْتُ (কুংতু)

মাদের হরফ ছাড়া বাকি বর্ণগুলি সাকিন অবস্থায় আসলে উক্ত সাকিন বাংলায় পড়ার জন্য	`	/(ইয়াগ্‌ফিরু) يَغْفِرُ /(আর্‌দ্বা) اَرْضَ (ইউঁয়ী)يُحْيِي /(ওয়ার্‌হাঁম্‌না) وَارْحَمْنَا

এগুলো ব্যতীত বাকি অক্ষরগুলোকে স্বাভাবিক অক্ষর দিয়েই উচ্চারণ করা হয়েছে। ভবিষ্যতে পাঠকদের সুচিন্তিত পরামর্শ পাওয়ার আশা করি।

দু'আর অর্থ

الدعاء অর্থ চাওয়া, প্রার্থনা করা ইত্যাদি। অর্থাৎ সাধারণ ব্যক্তি কর্তৃক বড়ো কোনো ব্যক্তির নিকট ভয়-ভীতি ও বিনয়ের সাথে নিবেদন করা। দু'আ অর্থ ডাকা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ অর্থাৎ **"তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিবো"।** [সূরা মু'মিন/গাফির-৪০, আয়াত: ৬০]

দু'আ অর্থ ইবাদাত করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ অর্থাৎ **"আর আপনি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকবেন না, যা আপনার উপকারও করে না, অপকারও করে না"।** [সূরা ইউনুস-১০, আয়াত: ১০৬]

দু'আ অর্থ কথা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, دَعْوٰىهُمْ فِيْهَا سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلٰمٌ অর্থাৎ **"সেখানে তাদের কথা হবে, হে আল্লাহ! আপনি পবিত্র; আর তাদের অভিবাদন হবে, সালাম"।** [সূরা ইউনুস-১০, আয়াত: ১০]

দু'আ অর্থ আহ্বান করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَوْمَ يَدْعُوْكُمْ فَتَسْتَجِيْبُوْنَ بِحَمْدِهٖ অর্থাৎ **"যেদিন তিনি তোমাদেরকে আহ্বান করবেন এবং তোমরা প্রশংসার সাথে তাঁর আহ্বানে সাড়া দিবে"।** [সূরা বানী ইসরাঈল-১৭, আয়াত: ৫২]

দু'আ অর্থ প্রশংসা সহকারে ডাকা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى অর্থাৎ **"বলুন, তোমরা 'আল্লাহ' নামে আহ্বান কর অথবা 'রহমান' নামে আহ্বান কর, তোমরা যে নামেই আহ্বান কর সকল সুন্দর নাম তাঁরই"।** [সূরা বানী ইসরাঈল-১৭, আয়াত: ১১০]

দু'আর ফযীলত

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ

"আর তোমাদের রব বলেছেন, তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো। নিশ্চয় যারা অহংকারবশে আমার ইবাদাত থেকে বিমুখ থাকে, তারা অচিরেই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে"। [সূরা মু'মিন/গাফির-৪০, আয়াত: ৬০]

তিনি আরো বলেন,

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَاِنِّيْ قَرِيْبٌۗ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ

"আর আমার দাসগণ যখন আমার সম্বন্ধে আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, তখন আপনি বলুন, নিশ্চয় আমি অতি নিকটে"। [সূরা বাক্বারাহ-২, আয়াত: ১৮৬]

নু'মান ইবনু বাশীর [রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন,

اَلدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ

"দু'আই হচ্ছে ইবাদাত"।[1]

সালমান আল-ফারিসী [রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু] বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

اِنَّ رَبَّكُمْ تبَارَكَ وَتعَالَى حَيِيٌّ كَرِيْمٌ يَسْتَحْيِيْ مِنْ عَبْدِهِ اِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ اِلَيْهِ اَنْ يرُدَّهُمَا صِفْرًا

"আল্লাহ তা'আলা অত্যধিক লজ্জাশীল ও দাতা। যখন কোনো বান্দা তাঁর কাছে দুই হাত তুলে প্রার্থনা করে তখন তিনি তাকে শূন্যহাতে বা তাকে নিরাশ করে ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন"।[2]

দু'আ অন্যান্য ইবাদাতের মতো একটি ইবাদাত, যা আল্লাহরই জন্য নির্দিষ্ট। তাই আল্লাহ ছাড়া অন্যের নিকট দু'আ ও প্রার্থনা করলে বা কিছু চাইলে অথবা গায়রুল্লাহকে ডাকলে তা অবশ্যই শিরক হয়। তাই যাবতীয় দু'আ ও প্রার্থনা কেবল আল্লাহরই নিকট করতে হয় এবং যত কিছু চাওয়া কেবল তাঁরই নিকট চাইতে হয়। সর্বপ্রকারে, সর্বভাষায় এবং একই সময় অসংখ্য ডাক কেবল তিনিই শুনতে ও বুঝতে পারেন এবং সর্বপ্রকার দান কেবল তিনিই করতে পারেন।

দু'আ কবুলের শর্ত

দু'আ কবুল হওয়ার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে; যা মেনে চলা আবশ্যক। শর্তগুলো নিম্নে বর্ণিত হল-

১. দু'আকারীর পানাহার, পোশাক-পরিচ্ছদ ও বাসস্থান হালাল হওয়া: নবী ﷺ বলেছেন,

ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ اَشْعَثَ اَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ اِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَاَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ

"কোনো ব্যক্তি দূর-দুরান্ত পর্যন্ত দীর্ঘ সফর করে। ফলে সে ধূলি-ধূসরিত এলো কেশধারী হয়ে পড়ে। অতঃপর সে আসমানের দিকে দু'হাত তুলে বলতে থাকে, 'হে আমার রব! হে আমার রব!' অথচ তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, পোশাক-পরিচ্ছদ হারাম এবং খাদ্যও হারাম; অতএব তার দু'আ কীরূপে কবুল হবে?"[3]

২. দু'আ কবুলের ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া না করা: আবূ হুরাইরা [রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন,

يُسْتَجَابُ لاَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ يَقُولُ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي

"তোমাদের কারো দু'আ তখনই কবুল হয় যখন সে তাড়াহুড়া না করে। আর এ কথা না বলে যে, আমি দু'আ করলাম কিন্তু আমার দু'আ কবুল হল না"।[4]

৩. দু'আতে হারাম কিছু না চাওয়া: উবাদাহ ইবনু সামিত [রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু]

থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

مَا عَلَى الأَرْضِ مُسْلِمٌ يَدْعُو اللهَ بِدَعْوَةٍ اِلاَّ آتَاهُ اللهُ اِيَّاهَا اَوْ صَرَفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا مَا لَمْ يَدْعُ بِمَأْثَمٍ اَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ

"কোনো মুসলিম যখন কোনো দু'আ করে তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে হয়তো তার কাঙ্ক্ষিত বস্তুটি দান করেন অথবা তার থেকে অনুরূপ অনিষ্টতা দূর করে দেন, যদি না সে কোনো গুনাহের জন্য অথবা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার দু'আ করে"।[5]

৪. সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ বিদ্যমান রাখা: দু'আ কবুল হওয়ার জন্য এও শর্ত যে, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ হতে নিষেধ বিদ্যমান থাকা। কেননা ব্যাপকভাবে এ আমল বন্ধ হয়ে গেলে দু'আ কবুল হওয়ার প্রতিশ্রুতি বলবৎ থাকে না। নবী ﷺ বলেন,

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ اَوْ لَيُوْشِكَنَّ اللهُ اَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَكُمْ

"সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! নিশ্চয়ই তোমরা সৎকাজের আদেশ করবে এবং অসৎ (অন্যায়) কাজের প্রতিরোধ করবে। তা না হলে আল্লাহ তা'আলা শীঘ্রই তোমাদের উপর তাঁর শাস্তি অবতীর্ণ করবেন। তোমরা তখন তাঁর নিকট দু'আ করলেও তিনি তোমাদের সেই দু'আ কবুল করবেন না"।[6]